Printed Matter

SANJIVINI
(ISO 9001-2015 certified lab)
A COMPLETE DIAGNOSTIC CENTRE AND PATHOLOGY UNDER ONE ROOF
Asha Deep Market, Pipe Road,
Barrackpore, Kol-120, Mobile No : 9231360399

To

নিদান ইন্টারন্যাশন্যাল হোমিওপ্যাথিক ফাউন্ডেশানের মুখপত্র

নিদান

সর্বে বে সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ

● ৪র্থ বর্ষ ● জানুয়ারী ২০১৯ ● ২২১ হ্যানিম্যানাব্দ ● অনুদান ৫ টাকা

ঠিকানাঃ প্রযত্নে-'নিদান ইন্টারন্যাশনাল হোমিওপ্যাথিক ফাউন্ডেশন', ঘটকপাড়া, মণিরামপুর, পোঃ-বারাকপুর, কলকাতা-৭০০১২০, দূরাভাষ-৯৮৩১৪২১৬৯৬/৯০৩৮৯৮১৯৪০, E-mail:drkunalhom@gmail.com

এইডস্ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক, এম.ডি (হোমিও)
সিনিয়র সুপার স্পেশালিস্ট হোমিওপ্যাথ
সভাপতি ঃ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ্ হোমিওপ্যাথি
যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭/৯৮৩০৫০২৫৪৩
E-mail : mallick2007@gmail.com, Website : www.drpmallick.in

চিকিৎসক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সকলেরই চিন্তার কারণ যে রোগ তার নাম এইডস্ (AIDS)। এর সম্পূর্ণ নাম Acquired Immuno Deficiency Syndrome। কিন্তু এইডস্ কি, কেন হয় এবং এর প্রতিকারই বা কি? এই রোগের জন্য দায়ী একটি ভাইরাস যার নাম HIV। এই ভাইরাস রক্তনালীর T-cell আক্রমণ করে।

এইডস্ প্রথম দেখা গিয়েছিল আমেরিকায় ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। এইডস্ কিন্তু নিজে সরাসরি মৃত্যুর কারণ নয়। এটি শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে (Immunity) নষ্ট করে দেয়। তার ফলে বিভিন্ন রোগ সহজেই শরীরকে আক্রমণ করে এবং শেষে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। আমাদের শরীরের সিস্টেমে যখন কোন ক্ষতিকারক জীবানু প্রবেশ করে (Antigen) তখন তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে Antibody তৈরী হয়। যদি যুদ্ধে Antibody জিতে যায় তাহলে ঐ জীবাণু শরীরের কোন ক্ষতি করতে পারে না বা কোন রোগ হয় না। কিন্তু যদি পরাজিত হয় তাহলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে যায় এবং রোগ সৃষ্টি হয়। আমাদের শরীরে T-cell বলে এক ধরণের কোষ আছে যা এন্টিবডি তৈরী করতে সাহায্য করে বা পরোক্ষভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে। এইডস্ রোগের জীবানু এই T-cell কে ধ্বংস করে এবং অ্যান্টিবডি তৈরীতে বাধা দেয়। তখন আক্রান্ত ব্যক্তি বিভিন্ন রোগ দ্বারা জর্জরিত হয়, যেমন— নিউমোনিয়া, চামড়ার ক্যান্সার ইত্যাদি। জানা গেছে এইডস্ একটি সংক্রামক রোগ, কিন্তু সাধারণত স্পর্শ, চুম্বন, পাশাপাশি বসা প্রভৃতি থেকে এই রোগ সংক্রামিত হয় না। Bethesda National Institute of Cancer এর বিজ্ঞানীরা সংখ্যাতত্ব দ্বারা প্রমাণ করেছেন তিনটি উপায়ে এইডস রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে (১) রক্তের দ্বারা (২) রক্তের দ্বারা উৎপন্ন কোন পদার্থের সাহায্যে ও ৩) শুক্রানু দ্বারা।

● এইডস্ রোগের লক্ষণ

১) রোগী জ্বরে আক্রান্ত হতে পারে।
২) রোগী সারা শরীরে ব্যথা অনুভব করে।
৩) রোগীর ওজন দু'মাসের কম সময়ে প্রায় সাড়ে চার কেজি পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

'অক্ষর প্রয়াস' পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠানে (বাঁ দিক থেকে) সহিত্যিক ও সাংবাদিক অরুণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য, কবি শীতল চট্টোপাধ্যায় এবং পত্রিকা সম্পাদক ও সাহিত্যিক স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ল্যাকটোস ইনটলারেন্স— বিরল এক জিনগত ডিজঅর্ডার ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

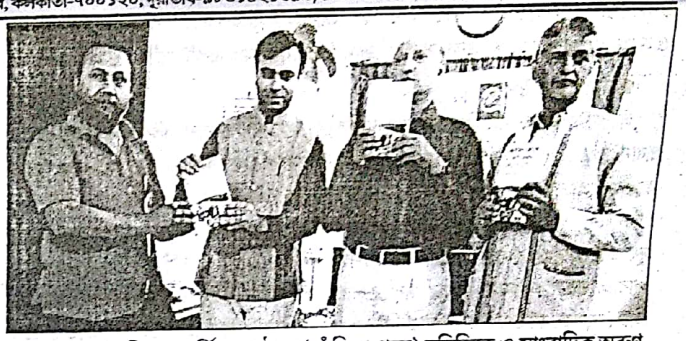

ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য, এম.ডি (হোম), পি.জি.ডি.এইচ.এম.
প্রতিষ্ঠাতা ঃ নিদান ইন্টারন্যাশন্যাল হোমিওপ্যাথিক ফাউন্ডেশন,
ঘটকপাড়া, মণিরামপুর, বারাকপুর, কলিকাতা - ৭০০১২০
প্রাক্তন (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ ঃ নেপাল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ
যোগাযোগ ঃ ৯৮৩১৪২১৬৯৬/৯০৩৮৯৮১৯৪০
E-mail : drkunalhom@gmail.com, Website : drkunalbhattacharya.com

● কী এই রোগ?

ল্যাকটোস ইনলারেন্স কথাটা প্রায়ই চারপাশে শোনা যায়। কী এই ব্যাপারটি? এটি হল এমন একটি অবস্থা, যার ফলে শরীর ল্যাকটোস হজম করতে পারে না। ল্যাকটোস হল এমন এক ধরনের শর্করা, যা দুধ বা দুগ্ধজাত খাবারে পাওয়া যায়। আক্রান্ত ব্যক্তিদের কে কতটা ল্যাকটোস হজম করতে পারবে, তা ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন হয়।

● উপসর্গ

এর উপসর্গগুলি হল পেটের মাঝখানে (কখনও-বা একটু উপরের দিকটায়) কিংবা তলপেটে কামড়ে ধরার মতো ব্যথা, পেটে ক্র্যাম্প ধরা, পেট গুড় গুড় করা, ঘন ঘন টয়লেট হওয়া (ডায়রিয়া), পেট গ্যাসে ফুলে যাওয়া এবং গা বমি ভাব, কখনও আবার বমি করে ফেলা। দুধ, মিল্কশেক, কফি বা দুগ্ধজাত কোন খাবার খাওয়ার মোটামুটি দেড় থেকে দুই ঘন্টার মধ্যেই এই উপসর্গগুলি প্রকট হতে শুরু করে। ব্যক্তি কতটা দুধ খেয়েছে, তার উপর উপসর্গগুলির তীব্রতা নির্ভর করে। তবে খাদ্যনালীর কোন অংশই কোনওভাবে এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।

● কেন হয়?

ল্যাকটোস ইনলারেন্সের প্রধান কারণ হল শরীরের ক্ষুদ্রান্ত্রে ল্যাকটেস নামক একটি উৎসেচকের অনুপস্থিতি, যা ল্যাকটোসকে গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজে ভাঙতে সাহায্য করে। এর চারটি পর্যায় রয়েছে— প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, ডেভেলপেমেন্টাল এবং কনজেনিটাল। প্রাইমারি ল্যাকটোসের ইনটলারেন্স বলতে বোঝায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরে ল্যাকটোসের পরিমান কমে যাওয়া। চিকিৎসার ভাষায় এর নাম হাইপোল্যাকটেসিয়া। সেকেন্ডারি ল্যাকটোস ইনটলারেন্স বলতে বোঝায় ক্ষুদ্রান্ত্রে কোনও আঘাত, বা সিলিয়াক ডিজিজ, ইনফ্লামেটারি বাওয়েল ডিজিজ, আলসারেটিভ কোলাইটিস, কেমোথেরাপির প্রভাব

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

প্রকাশিত হল
হোমিওপ্যাথিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তক
অসাধ্য রোগে হোমিওপ্যাথি

ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য
তথাকথিত অনিরাময়যোগ্য ও জটিল রোগগুলির আরোগ্য সাধনে লেখকের নিবিড় গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফসল।
প্রাপ্তিস্থান
■ মণ্ডল বুক এজেন্সি, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,কলি-৭
■ নিদান ইন্টারন্যাশানাল হোমিওপ্যাথিক ফাউন্ডেশন

Scanned by CamScanner

প্রথম পাতার পর

ল্যাকটোস ইনটলারেন্স— বিরল এক জিনগত....

বা অন্য কোনও রোগের কারণে অথবা জিয়ারডিয়ার ফলে ক্ষুদ্রান্তে সংক্রমণ। ডেভেলপমেন্টাল ল্যাকটোস ইনলারেন্স সেইসব বাচ্চাদেরই মূলত দেখা যায়, যারা সময়ের আগেই জন্মেছে। কনজেনিটাল (মানে জন্মগত) ল্যাকটোস ইনটলারেন্স ভীষণ বিরল এক ধরনের জিনগত ডিজঅর্ডার, যার ফলে জন্ম থেকেই ল্যাকটেস প্রায় তৈরিই হয় না আর হলেও খুব সামান্য।

● রোগ নির্ণয়

ল্যাকটোস ইনলারেন্স হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল ডায়েট থেকে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার বাদ দিয়ে দেখতে হবে উপরোক্ত উপসর্গগুলি কমেছে কি না।

এছাড়াও হাইড্রোজেন ব্রিদ টেস্ট ও স্টুল অ্যাসিডিটি টেস্ট করানো হয়। ল্যাকটোস ইনলারেন্সের মতো ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম, ইনফ্লামেটারি বাওয়েল ডিজিজের উপসর্গগুলি মোটামুটি কাছাকাছি ধরনের হয়। প্রয়োজনে কয়েকটি বিশেষ ধরনের রক্তপরীক্ষা ও সঙ্গে অন্ত্রের বায়োপ্সি, স্টুল, সুগার ক্রোমাটোগ্রাফি নামক একটি পরীক্ষাও করানো হয়।

● সমাধানের উপায়

ল্যাকটোস ইনলারেন্স কিন্তু দুধে অ্যালার্জির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই সমস্যার সমাধানের প্রধান উপায় হল ডায়েটতালিকা থেকে ল্যাকটোস সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেওয়া। মানে দুধ বা দুধ জাতীয় প্রোডাক্ট বাদ, সঙ্গে ল্যাকটোস সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে হবে। পেটের বা ক্ষুদ্রান্ত্রে অন্য কোনও রোগ থাকলে তাকে অবহেলা করলে চলবে না। গরু, ছাগল, ভেড়া কোনও কিছুরই দুধ এই রোগের ক্ষেত্রে খাওয়া যাবে না। সঙ্গে ক্রিম, মাখন ও পটেটো চিপস বাদ দিতে পারলে ভালো। কেননা এইসব খাবারে ল্যাকটোস খানিকটা হলেও থাকে। সঙ্গে প্রোসেসড মিট (সসেজ, হটডগ) কিংবা মার্জারিনকে খাদ্যতালিকা থেকে ছেঁটে ফেলুন। এতে পেটের সমস্যাও কমবে আর ওবেসিটিও বাড়বে না।

সারা বিশ্বে কত মানুষ ল্যাকটোস ইনলারেন্সে ভুগছে, সেটা এখনও পুরোপুরি গবেষকদের জেনে ওঠা সম্ভব হয়নি। তবে মোটামুটি হিসাবে সারা বিশ্বের মোট মানুষের প্রায় ৬৫ শতাংশ এই রোগে আক্রান্ত। আঞ্চলিক ভেদে এর পরিসংখ্যানে ভিন্নতা রয়েছে। উত্তর ইউরোপে মাত্র ১০ শতাশের কম মানুষ এতে ভোগেন, আর এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রায় ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ছোটবেলায় বা কৈশোরেই মূলত এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়।

● চিকিৎসা

ল্যাকটোস ইনলারেন্সের প্রচলিত চিকিৎসা হল সারাজীবনের জন্য দুধ, মিষ্টি ইত্যাদি ল্যাকটোজ সমৃদ্ধ খাদ্য খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া। হোমিওপ্যাথি কিন্তু ল্যাকটোজ সমৃদ্ধ খাদ্য বর্জনের পরিবর্তে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের উৎস খুঁজে বার করে তার প্রতিকারের চেষ্টা করে। এই উৎস হতে পারে বংশধারায় প্রবাহিত জেনেটিক ফ্যাকটর অথবা দুঃখ আবেগজনিত সমস্যা, আবহাওয়া পরিবেশের পরিবর্তন ইত্যাদি। সঠিক কারণ খুঁজে বার করে লক্ষণ অনুসারে ইথুজা, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, ম্যাগ কার্ব, ন্যাট্রাম কার্ব ইত্যাদি ধাতুগত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ল্যাকটোস ইনলারেন্সকে নির্মূল করতে সক্ষম।

বিছানায় পেচ্ছাপ দুরারোগ্য নয়

ডাঃ নীলকমল বর্মন, এম.ডি (হোমিও),
যোগাযোগ ঃ ৯২৩১৬২১৭৯৮

শৈশবে ব্যাপারটা যেমন ভাবেই নেওয়া হোক না কেন কৈশোরের প্রারম্ভে বা শৈারে ছেলে বা মেয়েদের বিছানায় পেচ্ছাপ একটি বাজে অভ্যাস। বাবা মা ব্যাপারটিকে সামলাতে নাজেহাল হন, বিরক্ত হন। কখনো বাচ্চাদের শাস্তিও দিয়ে বসেন। কিন্তু এটি আসলে একটি রোগ। ডাক্তারী পরিভাষায় এই রোগটিকে বলে এনিউরেসিস। এর কারণগুলি হল — অভ্যাস জনিত, কৃমি জনিত, ভয় জনিত। কখনো কখনো বাচ্চারা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে যে সে নির্দিষ্ট স্থানেই পেচ্ছাপ করছে এবং সেই স্বপ্নের ঘোরেই তার বিছানায় পেচ্ছাপ হয়ে যায়।

বর্ষা বা শীতকালে এই রোগের উপদ্রব বাড়তে পারে। বাবা মাকে যে ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে তা হলো রাতের দিকে বাচ্চাকে যতটা সম্ভব কম জল খাওয়াতে হবে, শোয়ার আগে এবং রাত্রে ঘুম থেকে তুলে অন্ততঃ এক বার পেচ্ছাপ করাতে হবে।

সবশেষে বলি এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে টোটকা বা তুকতাক্ না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। যথাযথ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এনিউরেসিস সেরে যায়।

মা ডাইগোনেস্টিক সেন্টার অ্যান্ড
প্যাথোলজিকাল ল্যাব এল.এল.পি.
১১৮ বি, এ. জে.সি বোস রোড, কলি ঃ ৭০০০১৪
নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটালের ২ নং গেটের বিপরীতে। ধন্বন্তরী এবং মেডিপয়েন্ট ঔষধের দোকানের উপরে দোতলায়।
কৌশিক ঘোষ ঃ ৯১৬৩৯৯৮০৯১

৪র্থ পাতার পর

ভায়াগ্রা বনাম হোমিওপ্যাথি

যে সিলডেনফিল শুধুমাত্র লিঙ্গে রক্ত সঞ্চালনই বৃদ্ধি করে লিঙ্গোত্থান ঘটায়, যৌন উদ্দীপনা আদৌ বাড়ায় না। অথচ তাদের বিপর্ণন এর কৌশলে যুবসমাজ যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ভায়াগ্রার নেশায় বুঁদ হয়ে গেল। কোটি কোটি টাকার ওষুধ ওভার দ্য কাউন্টার বিক্রি হতে থাকল। অন্ধকারে পড়ে থাকল সেই সব হতভাগ্যদের কথা যারা হার্টের রোগ থাক সত্বেও ভায়াগ্রা খেয়ে হঠাৎ প্রেসার কমে গিয়ে মারা গেছে বা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। কারণ মুনাফার লোভে এর ভয়ঙ্কর সাইড এফেক্টগুলির কথা সেভাবে তুলেই ধরা হয়নি। ফলে যৌনতার যুপকাষ্ঠে ভায়াগ্রা তার বলিদান গ্রহণ করেছে।

ভায়াগ্রার এই কুফলের কথা বর্তমানে যত প্রকাশিত হচ্ছে, ২৫০ বছরের প্রাচীন হোমিওপ্যাথি যেন ততই আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। কারণ যে সমস্ত রোগী যৌন অক্ষমতার জন্য হোমিওপ্যাথি ব্যবহার করছেন, তাঁরা জানেন হোমিওপ্যাথিক ওষুধে যৌন উদ্দীপনা বৃদ্ধি হয় প্রাকৃতিকভাবে, ভায়াগ্রার মত উল্টোপথে না নয়, কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভবনা না রেখেই। নিদান ফাউন্ডেশনে আমার স্যার ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্যরে কাছে চিকিৎসা করতে আসা বহু রোগীর ক্ষেত্রে দেখেছি লাইকোপেডিয়াম, অ্যাগ্নাস, ক্যালাডিয়াম প্রভৃতি প্রচলিত ওষুধগুলি যেমন রোগীর লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়, তেমনি মুইরা পুয়ামা'র মত নবতম ওষুধগুলিও বেশ সন্তোষজনক ফল দিচ্ছে। কিন্তু হোমিওপ্যাথির এই ক্ষমতা এখনও লোকমুখে ততটা প্রচারিত নয়, কারণ আমাদের দেশে আজও মানুষ তার যৌনতা নিয়ে অপরের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করে, তা সে ওষুধে যতই উপকার পাক না কেন। তাই এই বিষয়ে গণমাধ্যমকেও সদর্থক ভুমিকা নিতে হবে। একমাত্র তখনই আসবে যৌন আন্দোলনের সার্থকতা।

প্রথম পাতার পর

এইডস্ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

৪) রোগীর গায়ে মুখে অথবা মুখের ভিতর দাগ দেখা যেতে পারে।

৫) রোগী সর্বদা অবসাদ অনুভব করে।

এই রোগের সঠিক ওষুধ এখনও অবিষ্কার হয়নি তবে কিছুটা সফল হয়েছেন জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব্ ফ্যার্মেসির ডাঃ চুঙ কে চু এবং তাঁর সহকর্মীরা। তাঁরা ওষুধটির নাম দিয়েছেন CS-87। ওষুধটির ক্রমোন্নতির চেষ্টা চলছে, এখন জন্তু জানোয়ারের উপর প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আশা করা যায় খুব শিগগিরই মানুষের উপর সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। ডঃ চু এর মতে মস্তিষ্ক এইডসের ভাইরাসের নিরাপদ আশ্রয়। এর ফলে রোগী এইবার সুস্থ হলেও ফের আক্রান্ত হতে পারে। প্রথমে রক্ত এবং পরে মস্তিষ্কের এই বাধা অতিক্রম করতে পারলে এই ওষুধটি ভবিষ্যতে অবশ্যই আশাপ্রদ হবে।

সম্প্রতি WHO একটি রির্পোটে জানিয়েছে আগামী দশ বছরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচুর সংখ্যক লোক এই রোগে আক্রান্ত হবে। তাই চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধের কথা ভাবতে হবে বেশি। এখন প্রশ্ন কিভাবে তা করা যাবে।

১। নিরাপদ যৌন সম্পর্ক— একাধিক যৌন সঙ্গী না করা।

২। নিরাপদ রক্ত— শরীরে রক্ত দেবার আগে রক্তের এইচ. আই.ভি. পরীক্ষা অবশ্যই করণীয়। জীবাণুমুক্ত সূঁচ এবং সিরিঞ্জের উপর জোর দেওয়া।

৩। নিরাপদ গর্ভাবস্থা— এইচ.আই.ভি সংক্রামিত মহিলার গর্ভধারন এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কোন ব্যক্তি এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত তা সঠিকভাবে জানার জন্য একটি পরীক্ষার প্রয়োজন। এর নাম Elisa Test.

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে হোমিওপ্যাথিতে এইডস্ রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। কারণ হোমিওপ্যাথি রোগের চিকিৎসা করে না, রোগীর চিকিৎসা করে। পাঁচ বছর আগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে ১৪জন এইডস্ বাহিত রোগিকে নিরাময় করা হয়েছে। ভারতের সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ প্রতিষ্ঠান থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল মুম্বাই-এর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ-এর কাছ থেকে আসা এইডস্ এর জীবাণু বাহিত ১৫৭ জন রোগীর উপর হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করে এর মধ্যে ১৪ জন রোগীকে অনেকটাই সুস্থ করে চুলেছেন।

অপরদিকে হাইপেরিকাম নামের একটি হোমিওপ্যাথিক ঔধধের মাদার টিংচার নিয়ে অষ্ট্রিয়াতে একটি গবেষণায় দেখা গেছে হালকা থেকে গভীর মানসিক অবসাদ বা হতাশাগ্রস্থ রোগীদের এই ওষুধ খাওয়ালে ৬৭ শতাংশ রোগীর ভাল ফল পাওয়া গেছে।

আরও দেখা গেছে এই ওষুধের Antiviral গুণ রয়েছে এবং যার ফলে AIDS চিকিৎসায় HIV এর বিরুদ্ধে এটির কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা চলছে। ১৯৮৮ সালে নিউইয়র্কে এক গবেষণায় দেখা গেছে হাইপেরিকাম বা রাসায়নিক যৌগ Hypericin এ রয়েছে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর হওয়ার গুণ। আরও একটি গবেষণায় দেখা গেছে Radiation বা বিকিরণ চিকিৎসার পর লিউকোমিয়া রোগ ঠেকাতে এই ওষুধ কার্যকর।

Scanned by CamScanner

অ্যালজাইমার রোগীরা সুস্থ থাকেন হোমিওপ্যাথিতেও

ডাঃ ঋত্বিক সেন, বি.এসসি, বি.এইচ.এম.এস
বিশ্ব বরেণ্য হোমিওপ্যাথ ডাঃ পি. ব্যানার্জীর অন্যতম সহকারী,
যোগাযোগ ঃ ৯৪৩৩৪৬৫৭৩৭/৭৯৮০৪২০৮৩৪

অবসর জীবনের বার্ধক্যের সাথে সাথে যে রোগ অনেককে আক্রমন করে তার নাম অ্যালজাইমার্স ডিজিজ বা ডিমেনশিয়া। এই রোগটি হল সব কিছু ভুলে যাওয়া। এর সাথে রোগটি স্মৃতি কেড়ে নেয়। সঠিক ভাষা ব্যবহার আটকে দেয়। সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি বোধ হারিয়ে যায়। ১৯০৬ সালে স্মৃতি ভ্রংশে জার্মান সাইকিয়াট্রিস্ট অ্যালয়েস অ্যালাজাইমার এই *রোগের নামকরণ করেন নিজের নামে।*

এই রোগে লক্ষ্য করা যায় রোগীর মন থেকে লোপ পায় চেনা শব্দ, নাম, রাস্তা, বস্তু, মানুষ, স্থান ইত্যাদি। ডাক্তারী পরিভাষায় একে বলা হয় ডিমেনশিয়া। ডিমেনশিয়ার প্রধান লক্ষণ হল স্মৃতি শক্তি, বুদ্ধি (I.Q) লোপ পাওয়া। অথচ শারীরিক শক্তি, হাতে পায়ের জোর ব্যালান্স সব ঠিক থাকে।

রোগের কারণ — নির্দিষ্ট কি কারণে অ্যালজাইমার্স হয়, তা জানা যায়নি। তবে দেখা গেছে এর মূল কারণ লুকিয়ে আছে প্রোটিনের অপক্রিয়ার মধ্যে, বিশেষ করে অ্যামাইলয়েড বিটা নামক একধরনের প্রোটিন উৎপাদনের মাধ্যমে যা পরবর্তীতে মস্তিষ্কের রক্তকণিকার ভেতরে দলা পাকিয়ে অ্যামাইলয়েড প্লাক গঠন করে। এই অ্যামাইলয়েড প্লাকই নিউরোনের মৃত্যুর জন্য দায়ী। মস্তিষ্কের যে জায়গাগুলো আমাদের বুদ্ধি, স্মৃতি বা চিন্তাশক্তির জন্য দায়ী সেখানে এই অ্যামাইলয়েড প্লাক অনেকদিন ধরে জমতে থাকে। এই কারনেই স্মৃতি বিভ্রম ঘটতে থাকে। যার ফলে কোন ব্যক্তির মনে রাখার ক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। (৬০ *থেকে ৬৫ বছরের পর প্রতি ১০০ জনে ৫-৬ জনের এই রোগ দেখা যায় আর ৭৫ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে প্রায় শতকরা ২০ জন এই রোগে ভোগেন।*

রোগের লক্ষণ— এই রোগ হলে মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক, পারিবারিক জীবনের ছন্দ ব্যহত হয়। কর্মক্ষমতা ও সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির হ্রাস হয়। আচার আচরণে ত্রুটি দেখা যায়। ধীরে ধীরে শরীর আড়ষ্ট হতে থাকে ও হাঁটাচলাতেও বিপত্তি ঘটে। হাত পা নাড়ার ক্ষমতা নষ্ট হয় ও কঠিন হয়ে যায়। বহু ক্ষেত্রে কম্পন লক্ষ্য করা যায়। হারিয়ে যায় প্রখর স্মৃতিশক্তি।

রোগের প্রকারভেদ — সাধারণত দুই ধরনের অ্যালজাইমার্স ডিজিজ হয়। আর্লি অনসেট এবং লেট *অনসেট। আর্লি অনসেট*— ৬০ বছর বয়স হওয়ার আগে এর লক্ষণ দেখা যায়। লেট অনসেটের তুলনায় এর সংখ্যা কম ও সাথে পারিবারিক ইতিহাস থাকে। লেট অনসেট অর্থাৎ ৬০ বছরের উপরে অসুখটি দেখা দেয় ও সাথে পারিবারিক ইতিহাস থাকতে পারে। তবে জিনের ভূমিকা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না।

আর্লিস্টেজ— এই পর্বে খুব কম সময়ে অসুখ ধরা পড়ে। সাম্প্রতিক ঘটনা ভুলে যাওয়া, পরিচিত জায়গা চিনতে না পারা।

লেট স্টেজ বা শেষ পর্ব— রোগী পরিচিত আত্মীয়কে চিনতে পারে না। নিজের বাড়ি চিনে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, শেষে ব্লাডার ও বাওয়েল নিয়ন্ত্রনের থাকে না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা— মস্তিষ্কের পরীক্ষা, কাউন্সেলিং, ই.সিজি, সি.টি. স্ক্যান, এম. আর, আই.রক্ত, থাইরয়েড ইত্যাদি পরীক্ষা।

রোগ প্রতিরোধ ঃ মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো লাখতে ও অ্যালজাইমার্স রোগ প্রতিরোধ করতে হলে যা যা করণীয়—

জ্ঞান চর্চা, সংগীতচর্চা, একাধিক ভাষার চর্চা, শরীর চর্চা।

জীবনে সৎ থাকা, নিজের কাজে অধ্যাবসায়ী হওয়া ও নিজেকে সুখী মনে করা, ভালো কাজে নিজেকে যুক্ত করা।

খাদ্যতালিকায় সবুজ শাকসবজী, ফল, পরিমিত পরিমানে মাছ, মাংস. ডিম ও দুগ্ধজাত দ্রব্য রাখা। মিষ্টি জলের মাছ ও ভিটামিন-ই দরকারী।

রান্নায় হলুদ এর ব্যবহার অ্যালজাইমার্স রোগ প্রতিরোধ করে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা— অ্যালজাইমার্স রোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সহযোগিতা ও পরিবেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এতে রোগীর কোয়ালিটি অফ লাইফ উন্নত করা সম্ভব। রোগীর লক্ষণের উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করা হয়। তবে মনোরোগ চিকিৎসা সময় সাপেক্ষ এবং খুবই ধৈর্য্যের প্রয়োজন। হোমিওপ্যাথিতে অনেক ওষুধ আছে। যেমন সালফার, ইগ্নেশিয়া, অ্যানাকার্ডিয়াম, অরাম মেট, থুজা প্রভৃতি। আমি যে ওষুধগুলি ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি সেগুলো হল স্ট্রামোনিয়াম, জিঙ্ক সালফ, জিঙ্ক ভ্যাল, জিঙ্কোবাইলোবা ইত্যাদি। যেমন ৮০ বছরের এক বৃদ্ধকে অ্যানাকার্ডিয়াম দিয়ে স্মৃতির উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে। লিখতে বসে অক্ষর ভুলে গেলে ল্যাক ক্যানাইনাম বা মেজেরিয়াম, রাস্তায় বেরিয়ে পথ ভুলে গেলে ক্যানাবিস ইন্ডিকা ভালো কাজ দেয়। এছাড়াও নতুন ও কম ব্যবহৃত ওষুধ জিংগোবাইলোবা, ব্যারাইটা অ্যাসেটিকাম, আমব্রা গ্রিসিয়া, প্লাম্বাম মেট, জিঙ্কাম ফস্, উইথেনিয়া সোমনিফেরা সঠিক প্রয়োগ করলে কাজ পাওয়া যায়।

তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। তাই উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পরমর্শ নিন।

প্রেম-ভক্তি-লীলা

শ্রী বিশ্বেশ্বর পানিগ্রাহী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

মহাবিশ্ব প্রেমময়। বিশ্ব প্রকৃতি প্রেমের পুজারী। মহাবিশ্ব প্রেমের বন্ধনে প্রতীয়মান। মহাবিশ্বের সকল বস্তুতে জড়তে জীবেতে, গ্রহে, উপগ্রহে, নক্ষত্রে সবকিছুতে প্রেম শক্তিরূপে বন্ধন সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানে আলোচিত চার প্রকাশ শক্তিবল— মহাকর্ষ, দুর্বল বল, তড়িৎ চুম্বকীয় বল ও সবল বল যা মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। সকল প্রকার আন্তঃক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূলে এই চারিটি শক্তিবল। ভারতীয় সনাতন দর্শনে এই সকল শক্তিবলই হল প্রেমের চৈতন্যময় বন্ধন শক্তি। প্রেম হল ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্রের চৈতন্যশক্তি। প্রেম হল সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরমের আত্মিক অনুভূতি। সত্যম, শিবম্, সুন্দরমের প্রতি আত্মনিবেদন হল ভক্তি। জ্ঞানার্জনে ও কর্মসম্পাদনে প্রেম বা ভক্তি নিবেদন সার্থক হয়, কর্মে সাফল্য আসে। আত্মনিবেদনে ভক্তিভাব কেবল সাফল্য আনে না, অসাধ্য সাধনও করে। প্রেম ও ভক্তি একপাক্ষিক বলে অনেক ক্ষেত্রে মনে হলেও বাস্তবে পারস্পরিক দ্বিপাক্ষিক হয়। আসক্তিকে অনেকে প্রেম বলে মনে করেন। আসক্তি প্রেমের সকাম রূপ। আসক্তি সৃষ্টি হয় মোহ থেকে। ষড়রিপু আসক্তি বৃদ্ধি করে।

ঈশ্বরের কর্ম হল লীলা। বিশ্ব প্রকৃতি কর্মময়। সব কিছুর সৃষ্টির মূলে কারণ প্রকৃতি। আর প্রকৃতি সৃষ্টিকর্মের মূলে আছেন ঈশ্বর। লীলার ক্ষেত্র শক্তি হলো প্রেম। পারস্পরিক নিবেদিত আকর্ষণ হল প্রেম। প্রেম প্রগাঢ় হলে হয় ভক্তি। ভক্তিভাবে নয় প্রকার মার্গের উল্লেখ আছে, বলা হয় নবধাভক্তি। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদবন্দনা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।

ভাগবতে উল্লেখিত যে,

শ্রবনং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম।।

— ভাগবত ৭।৫।২৩

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা সুবিদিত। আর মীরাবাঈ এর ভক্তিলীলা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

প্রেম সাধারণতঃ দুই রকমের হয়— নিষ্কাম ও সকাম। প্রকারভেদে প্রেম ছয় প্রকারের হয়, যেমন ঃ

ক) **আসক্তি ঃ** মোহ, কামনা বাসনায় আচ্ছন্ন সম্বন্ধ।
খ) **সংসক্তি ঃ** সমজাতীয় বস্তু, শক্তি ও প্রাণীদের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন।
গ) **প্রসক্তি ঃ** গুন-বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন
ঘ) **অনুরক্তি ঃ** বিপরীত জাতীয় বস্তু, শক্তি, প্রাণীদের মধ্যে সম্পর্কে আগ্রহ।
ঙ) **প্রীতি ঃ** পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রকাশ।
চ) **ভক্তি ঃ** সত্যম, শিবম ও সুন্দরমের প্রতি আত্মনিবেদনে মগ্নতা।

প্রশ্ন ঃ নিষ্কাম ও সকাম প্রেম কী?

ভোগীদের প্রেম সকাম হয়, যোগীদের প্রেম নিষ্কাম হয়। যারা ভোগ করতে চান তারা ভোগী, যারা যোগ সাধনায় ব্রতী হয় তারা যোগী। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থ, কাম, প্রতিপত্তি ইত্যাদি ভোগ যার করেন তারা ভোগী হন। আর যারা জ্ঞান,কর্ম, ভক্তি যোগে নিমগ্ন থাকেন তার যোগী হন। ভোগী

বিশ্ববিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ পি. ব্যানার্জী (মিহিজাম)-এর প্রধান সহকারী
লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক
ডাঃ ঋত্বিক সেন, বি.এইচ.এম.এস.
ডাঃ ঋত্বিক'স ক্লিনিক
৩/২৬ পূর্বপল্লী, সোদপুর, কলিকাতা ঃ ৭০০১১০
সময় ঃ প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা-১০টা, রবিবার সকাল ৯টা-১২টা ও সন্ধ্যা ৭টা-১০টা।
যোগাযোগ ঃ ৯৪৩৩৪৬৫৭৩৭, ৭৯৮০৪২০৮৩৪

ভর্তি চলিতেছে
কথা - কবিতা
আবৃত্তি শেখার জমজমাট আসর
পরিচালনায়
প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্নেহধন্যা
বন্দনা পান্ডা ভট্টাচার্য
স্থান ঃ ঘটকপাড়া (পল্লীসেবক সংঘ ক্লাবের পাশে), মণিরামপুর, বারাকপুর, কলকাতা ঃ ৭০০ ১২০
সময় ঃ শনিবার (সন্ধ্যা ৬-৮টা), রবিবার (সকাল ১০-১১টা), যোগাযোগ ঃ ৮৪২০১৭৯৭২৯
শিক্ষান্তে পরীক্ষার সুব্যবস্থা আছে। আসন সীমিত।

Scanned by CamScanner

তৃতীয় পাতার পর

প্রেম-ভক্তি-লীলা

ও যোগী উভয়ই হন প্রেমী। ভোগীগণ আত্মস্বার্থে মোহাচ্ছন্ন হন এবং সাংসারিক সুখের আসক্তিতে কামনায় নিমগ্ন থাকেন। যোগীগন সত্যানুসন্ধানে, জাগতিক কল্যাণে ও মঙ্গলের স্বার্থে, সৌন্দর্যের বিকাশে ও প্রকাশে নিমগ্ন থাকেন।

সাংসারিক প্রেম মূলত সকাম হয়। ষড়রিপু যুক্ত হয়। কামনা-বাসনায়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আসক্তি যুক্ত হয়। কিছু কিছু নরনারীর প্রেম সকাম হয় না, নিষ্কামও হয়। যে নরনারীর প্রেম সাংসারিক মোহের বন্ধনে কেবল আবদ্ধ হয় না, কামনা বাসনায়, ষড়রিপুতে আচ্ছন্ন হয় না— সেই প্রেম হয় নিষ্কাম মাতা-সন্তানের প্রেম স্নেহ-বাৎসল্যে পূর্ণ হয়। ভাই- বোনের প্রেম সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি যুক্ত হয়। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম মূলত সকাম হলেও, বিশেষ বিশেষ সময়ে নিষ্কাম হয়। সেবা, দান, ত্যাগ, কর্ম, ভক্তি, মার্গে স্বামী-স্ত্রী যখন পরস্পর আত্মনিবেদন করেন, সেই সময়কালের প্রেম হয় নিষ্কাম। তখন কাম, লোভ, মোহ, কামনা, বাসনা, যৌনতায় মন আচ্ছন্ন থাকে না।

প্রশ্ন ঃ যোগীর প্রেম কেন নিষ্কাম হয়?

যোগী কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সাধনা করেন। কর্মযোগ সাধনায় তার কামনা, বাসনা ত্যাগ হয়। জ্ঞান যোগে অহংকার বা মমত্ববোধ দূর হয়। অহংবোধ ত্যাগ হয়। ভক্তিযোগে আসক্তি দূর হয়। ষড়রিপু থেকে মুক্ত হয় মন। তাই কর্মযোগে, জ্ঞানযোগে ও ভক্তিযোগে যোগীর কামনা বাসনা, অহংবোধ, মোহ আসক্তি ইত্যাদি রোধ হওয়ায় সে নিষ্কাম হয়।

অহং (আমি ভাব) বা মমত্ব (আমার ভাব) বোধ হল এই সব গুন বৈশিষ্ট্য যা তার নিজের নয়, তা দাবি করা, যেহেতু এই বৈশিষ্ট্য নিজের নয়, তা ত্যাগ করা যায়। জ্ঞানযোগে তার নিজস্ব সামর্থ্য, যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারে। কর্মযোগে কামনা-বাসনা ত্যাগ করে ভক্তিযোগে যোগী আত্মনিবেদনে, আত্মোৎসর্গে মগ্ন হয়ে পরিষেবায়, সেবায় ব্রতী হয় এবং বিশ্ব-জগতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে।

ভায়াগ্রা বনাম হোমিওপ্যাথি

শ্রী দেবাশীষ বিশ্বাস, স্বাস্থ্যকর্মী
নিদান ইন্টারন্যাশন্যাল হোমিওপ্যাথিক ফাউন্ডেশন
মোবাইল ঃ ৯০৩৮৯৮১৯৪০

যৌনতা বিষয়ে আজকালকার যুগে একধরনের আন্দোলনের মত শুরু হয়েছে। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউথ কালচার, ফেমিনিস্ট আন্দোলনের মাধ্যমে লিবারেশন যৌনতার যে ঢেউ ইউরোপ-অষ্ট্রেলিয়ায় শুরু হয়েছিল, তা আজ পাশ্চাত্যের গন্ডি ছাড়িয়ে প্রাচ্যের Conservative সংস্কৃতিকেও গ্রাস করতে চলেছে। আজকের যুগে যৌনতা উন্মুক্ত। এখন মুক্ত মঞ্চে, নাটকে, সিনেমায় যৌনতার ব্যবহার হচ্ছে খোলাখুলি। আর এই অবাধ যৌনতার অন্যতম প্রতীক হল 'ভায়াগ্রা'। আগের প্রজন্মের কাছে যেমন যৌনতার প্রতীক ছিল মেরিলিন মনরো, পরবর্তীকালে ম্যাডোনা, বর্তমানযুগে সেই স্থান নিয়েছে ভায়াগ্রা। না, ইনি কোন রক্তমাংসের শ্বেতাঙ্গীনী সুন্দরী নন—এটি একটি ওষুধ, যার জেনেরিক নাম হল সিলডেনাফিল। ভায়াগ্রা হল সিলডেনাফিলের আবিস্কর্তা বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা ফাইজারের দেওয়া 'ব্রান্ড নেম'। হার্টের সমস্যার কারণে বুকে ব্যথার ওষুধ নিয়ে গবেষণার সময় ১৯৮৯ সালে এই রাসায়নিকের সন্ধান পাওয়া যায়। দেখা গেল এটি রক্তবাহী নালীগুলির প্রসারন ঘটিয়ে রক্ত সঞ্চলন বৃদ্ধি করে। যৌন উদ্দীপনা হলে আমাদের লিঙ্গের মধ্যে থাকা ছোট ছোট রক্তবাহী নালীগুলির মধ্যে প্রসারণ ঘটে ও তাদের মধ্যে রক্ত সঞ্চলন হঠাৎ করে খুব বৃদ্ধি পেয়ে ফুলে ওঠে। তাই যৌন উদ্দীপনায় আমাদের লিঙ্গও স্ফীত হয়। ফাইজার কোম্পানী লিঙ্গে এই রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করতে লিঙ্গস্ফীতি ঘটানোর কাজে সিলডেনাফিলকে ব্যবহার করে সফল হল এবং সুচতুরভাবে এর পেটেন্ট নিয়ে 'ভায়াগ্রা' নাম দিয়ে এটিকে যৌন উদ্দীপনা জাগরনের যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে পৃথিবীতে মার্কেটিং করল। অথচ তারা আড়াল করে গেল

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

আমি রুগী, তুমি ডাক্তার

বাউল গোবিন্দ হালদার
(নিদান ইন্টারন্যাশন্যাল হোমিওপ্যাথিক ফাউন্ডেশনে চিকিৎসায় উপকৃত রোগী)

প্রায় সাত বছর হল
তোমার দেখা পেয়েছি
আজও আমি তোমার কাছে
আমার শ্রদ্ধা রেখেছি।
কেননা কোন বিপদে পড়েছি যখন
আমি মুক্তি পেয়েছি।

বলেছি আমি, শুনেছ কানে
ওষুধ দিয়েছ ভাবনায়।
তাতেই আরোগ্য হয়েছি আমি
পরীক্ষার প্রয়োজন হয় নাই।
আমার মতো দরিদ্র আজও রয়েছি,
হোমিও আমার বন্ধু
হোমিও আমার প্রাণ।

ব্যাধির মন্দির মানব দেহ
আশ্রয় করে যখন
ঔষধ স্বরূপ পুষ্প ডাক্তার
করেন বরিষন।।

তাইতো আজও হোমিও' কে
করি আমি সম্মান।
আমার কাছে ভগবান স্বরূপ
ডাক্তার কুণাল।
সময় মতো চলে আসি আমি
নিদান ফাউন্ডেশন।।

'নিদান' ইন্টারন্যাশন্যাল হোমিওপ্যাথিক ফাউন্ডেশন

একটি সর্বাধুনিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠাতা ঃ- ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য, এম.ডি (হোম) - সাইকিয়াট্রি, পি.জি.ডি.এইচ. এম

প্রশিক্ষিত ঃ নিউরো-লিঙ্গুইস্টিক প্রোগ্রামিং, কার্ডিও পালমোনারী রিসাসিটেশন টেকনিক।

প্রাক্তন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ঃ নেপাল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, নেপাল

প্রাক্তন লেকচারার ঃ ● এন.এম. হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কাটিহার, ● বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, আসানসোল ● বর্ধমান হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, বর্ধমান।

মেডিক্যাল অফিসার (আয়ুষ) ঃ বন্দীপুর হাসপাতাল

লেখক ঃ ● অসাধ্য রোগে হোমিওপ্যাথি ● হোমিওপ্যাথিক প্রাথমিক চিকিৎসা

বক্তা ঃ ● নবম আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক সম্মেলন ২০১৬, খুলনা, বাংলাদেশ, ● ১ম আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক সম্মেলন, ২০১৬, নেপাল। আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক সম্মেলন, ২০১৭, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

পুরস্কার প্রাপ্তি ঃ ● ইন্টারন্যাশন্যাল হিউম্যানিটোরিয়ান অ্যাওয়ার্ড - ২০১৮, ● ফেলোশিপ অফ হোমিওপ্যাথি (ডব্লু.এফ.এইচ) ● দি সান অফ এশিয়া ২০১৮ (বাংলাদেশ) ● হোমিওপ্যাথিক এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড (নেপাল) ● সার্টিফিকেট অফ অ্যাপ্রিশিয়েশন (ইন্টারন্যাশনাল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল ফাউন্ডেশন) ● বিদ্যাসাগর পুরস্কার ● মাদার টেরেসা পুরস্কার ● অর্ডার অফ মেরিট (আই.এম.ই.আর) ● বঙ্গ হোমিও রত্ন (বাংলাদেশ) ● বঙ্গ শিরোমনি অনন্য সম্মান ২০১৭ (রিপোর্টার্স অ্যান্ড ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোঃ)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

● আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসকের পরামর্শ এবং জটিল রোগীর ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত উপদেষ্টা কমিটি ● বি.পি.এল কার্ড বা স্থানীয় জন প্রতিনিধির শংসাপত্র থাকলে আর্থিক ভাবে দুর্বল রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শদান। ● বন্ধ্যাত্ব, যৌন সমস্যা, গলস্টোন, চর্মরোগ, মাইগ্রেণ, কিডনির সমস্যা, অর্শ, বাত, স্নায়বিক ও মানসিক রোগসহ যাবতীয় জটিল ও পুরাতন রোগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

প্রধান অফিস ঃ নিদান ফাউন্ডেশন, ঘটকপাড়া (পল্লী সেবক সংঘ ক্লাবের পাশে), মণিরামপুর, পোঃ বারাকপুর, কলকাতা ঃ ৭০০১২০
শাখা অফিস ঃ মল্লিক হোমিও হল, ৮৮/১ দমদম রোড (দমদম ক্যুইন বিল্ডিং, দোতালায়) কলকাতা ঃ ৭০০ ০৩০ (দমদম স্টেশনের পাশে)
ফোন ঃ ৯৮৩১৪২১৬৯৬/৯০৩৮৯৮১৯৪০, E-mail : drkunalhom@gmail.com, Website : drkunalbhattacharya.com

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ঃ ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদক ঃ ডাঃ ঋত্বিক সেন, প্রযত্নে ঃ নিদান ইন্টারন্যাশন্যাল হোমিওপ্যাথিক ফাউন্ডেশন, ঘটকপাড়া, মণিরামপুর, পোঃ-বারাকপুর, কলকাতা ঃ ৭০০১২০ ফোন ঃ ৯৮৩১৪২১৬৯৬/৯০৩৮৯৮১৯৪০, E-mail : drkunalhom@gmail.com, Website : drkunalbhattacharya.com উপদেষ্টা ঃ ডাঃ প্রকাশ মল্লিক, ডাঃ সুনির্মল সরকার, ডি.টি.পি ও মুদ্রণ ঃ অতনু চক্রবর্তী, প্রযত্নে ঃ কুমকুম চক্রবর্তী, প্রথম তল, গাঙ্গেয় আবাসন, দুপয়সা ঘাট, মণিরামপুর, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিনঃ ৭০০১২০ হইতে মুদ্রিত।

Scanned by CamScanner